বিষয়ঃ- ২০-১০-২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে মতামত।

Milan Das <mdas1640@gmail.com>	8:10 AM

from:	**Milan Das** <mdas1640@gmail.com>
to:	dsfisheries@gmail.com
cc:	Director of Fisheries <dfwb_kol@hotmail.com>, Adfmarine Diamond Harbour <adfmarinedh19@gmail.com>, adfmarinecontai@gmail.com
date:	Oct 21, 2022, 8:10 AM
subject:	বিষয়ঃ- ২০-১০-২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে মতামত।
mailed-by:	gmail.com

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৩৫/২২ তাং. ২১-১০-২০২২

প্রতি
মাননীয় সেক্রেটারি,
মৎস্য দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ইমেলঃ dsfisheries@gmail.com

বিষয়ঃ- ২০-১০-২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে মতামত।

মহাশয়,

গত ২০-১০-২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (বঙ্গ মৎস্য যোজনা)-র বিষয়ে ওয়েবিনারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাছি। উক্ত ওয়েবিনারে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে যেসকল মতামত দেওয়া হয়েছে, কিংবা যথেষ্ট সময়াভাবে যেসকল মতামত দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি লিখিতভাবে আপনাকে জানাচ্ছি। তার আগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনিহাহেতু দীর্ঘ আড়াই বছর বঞ্চনার পর মৎস্যজীবীদেরকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা প্রদানের সরকারী প্রয়াসকে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম স্বাগত জানাচ্ছে। এই যোজনা সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে আমাদের লিখিত মতামত নিম্নরূপ।-

১। সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প থেকে বিপিএল শর্ত বাতিল করতে হবে।

২। মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের দরখাস্তের সঙ্গে পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবী শংসাপত্র সংযুক্ত করার যে নির্দেশিকা জারী হয়েছে তাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সরকারী

মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। এবং আজস্র ফেক বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ড হয়েছে। এবং বহু প্রকৃত মৎস্যজীবী বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেকারণে, শেষপর্যন্ত সরকারীভাবে বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ডের আবেদনের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে মৎস্যজীবী শংসাপত্র প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আগামী দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের জন্য দরখাস্ত করার যে নির্দেশিকা জারী হয়েছে তাতে মৎস্যজীবী শংসাপত্র দেওয়ার অধিকার মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়নি। দক্ষিণবঙ্গ ফোরামের পক্ষ থেকে দাবী, অবিলম্বে সরকারকে সংশোধিত নির্দেশিকা জারী করে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি (মৎস্যজীবী ইউনিয়ন/ মৎস্যজীবী সমবায়/ খটি সমিতি)-র দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্রকে মান্যতা দিতে হবে। দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের দরখাস্তের সঙ্গে মৎস্যজীবী সংগঠনের দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্রই যথেষ্ট - বস্তুত, এই নির্দেশিকা জারীর উপর নির্ভর করছে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা পাওয়ার ভবিষ্যৎ।

৩। ছোট মেশিন নৌকা (তিরিশ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত)-র রেজিস্ট্রেশনকে কোটার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত সংশোধন করতে হবে। এবং সকল ছোট মেশিন নৌকার রেজিস্ট্রেশন চালু রাখতে হবে, যাতে সকল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা নিতে পারে। এবং নিজেদের জীবিকা আইনসংগতভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

৪। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা ও হাওড়া এই তিন জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার-এর এক্তিয়ারভুক্ত। অথচ, এতবড় এলাকার নিরিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার-এর অফিসে সরকারী কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সরকারী কর্মী নিয়োগের অভাবে অফিসটা একপ্রকার ফাঁকা বললেই চলে। ফলে, নৌকার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কাজ আবেদনের সংখ্যার নিরিখে অনেক কম হচ্ছে। অবিলম্বে উক্ত অফিসে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যাতে নৌকা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দ্রুত পাওয়া যায়। নৌকা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকে সময়মত না পাওয়া গেলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকদেরকে দিয়ে নৌকাগুলির ইন্সপেকশন করানোর যে-উদ্যোগ সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার নিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু, ব্লকের মৎস্যক্ষেত্র বহির্ভূত বহুবিধ কাজের চাপে ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকগণ সময়মতো মৎস্য দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। উদাহরণস্বরূপ, ইতিমধ্যে নামখানা ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনি নৌকা ইন্সপেকশনের চাপ নিতে পারছেন না। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের দাবী, ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকদের জন্য মৎস্য দপ্তরের কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার স্পষ্ট সরকারী নির্দেশিকা জারী করতে হবে।

৫। সমুদ্রে কেজ-কালচার ও মেরিকালচার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মৎস্যযানের যাতায়াত বন্ধ করে দেবে। জাল ফেলার জায়গা কেড়ে নেবে। এবং বিদেশের বাজারের প্রয়োজনে এলিয়েন ফিস চাষ করে স্থানীয় মৎস্যক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে দেবে। সেকারণে, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত কেজ-কালচার ও মেরিকালচার স্কিমকে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে।

৬। সরকারী মৎস্যজীবী বীমা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে বন্ধ রাখার ফলে যে-সকল দুর্ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবী পরিবার ক্ষতিপূরণ পাননি তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭। সমুদ্রবিধবা ও সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিধবাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ১০০% আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিশেষ জীবিকা উন্নয়ন স্কিম প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮। সকল আবেদনকারী মৎস্য ভেন্ডর যাতে মটরবাইক স্কিম পায় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। সম্পূর্ণ সরকারী সহায়তায় ক্ষুদ্র মাছের বাজারগুলির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

১০। বনদপ্তর, পর্যটন, ডীপ-সী পোর্ট, শিল্পায়ন ইত্যাদির আগ্রাসন ঠেকাতে ছোট বড় সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির জায়গা মৎস্য দপ্তরের এক্তিয়ারে এনে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি (মৎস্যজীবী ইউনিয়ন/ মৎস্যজীবী সমবায়/ খটি সমিতি)-কে ব্যবহারের লিখিত অধিকার দিতে হবে। এটা করা না গেলে মৎস্যজীবীদের জীবিকা ও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

১১। যেহেতু মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারী বীমা চালু হয়েছে সেহেতু ছোট নৌকার ফিশিং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাবিকের জনতা বীমা করার বাধ্যতার শর্ত তুলে দিতে হবে।

পরিশেষে জানাই যে, ওয়েবিনারে আপনার পরামর্শমত ছোট বড় সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক)-এর অফিসে জমা করা হবে। এইসঙ্গে আপনার অবগতির জন্য জানাই যে, উপকূলের অনেকগুলি খটির তথ্য বহুদিন আগেই মৎস্য দপ্তরে জমা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যায়নি। প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসহ বহু আবেদন নিবেদন করা সত্যেও ঝাড়গ্রাম জেলার ভেড়াবনী ও তেলকরাই বাঁধের উপর লিখিত অধিকার মৎস্যজীবীরা পায়নি। ফলে প্রস্তাবিত 'ভেড়াবনী ও তেলকরাই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড'-এর রেজিস্ট্রেশন আজও পর্যন্ত আটকে রয়েছে। ফলে, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার যে-সকল সুবিধা মৎস্যজীবীরা পেতেপারেন তা থেকে মৎস্যজীবীদের বঞ্চনা স্পষ্ট। তারা যাতে বঞ্চিত না হন সেজন্য উক্ত প্রস্তাবিত সমবায় সমিতিকে ভেড়াবনী ও তেলকরাই বাঁধের ব্যবহারের অধিকার প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে, বিনীত

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ **mdas1640@gmail.com**

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৩৫/২২ (১/৩) তাং. ২১-১০-২০২২

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল-

১। মাননীয় অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইমেলঃ dfwb_kol@hotmail.com

২। মাননীয় সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার। ইমেলঃ adfmarinedh19@gmail.com

৩। মাননীয় সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) কাঁথি। ইমেলঃ adfmarinecontai@gmail.com

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ **mdas1640@gmail.com**

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)
Dakshinbanga Matsyajibi Forum (D.M.F.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ।

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৩৫/২২ তাং. ২১-১০-২০২২

প্রতি
মাননীয় সেক্রেটারি,
মৎস্য দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ইমেলঃ dsfisheries@gmail.com

বিষয়ঃ- ২০-১০-২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে মতামত।

মহাশয়,

গত ২০-১০-২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (বঙ্গ মৎস্য যোজনা)-র বিষয়ে ওয়েবিনারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাছি। উক্ত ওয়েবিনারে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে যেসকল মতামত দেওয়া হয়েছে, কিংবা যথেষ্ট সময়াভাবে যেসকল মতামত দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি লিখিতভাবে আপনাকে জানাচ্ছি। তার আগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনিহাহেতু দীর্ঘ আড়াই বছর বঞ্চনার পর মৎস্যজীবীদেরকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা প্রদানের সরকারী প্রয়াসকে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম স্বাগত জানাচ্ছে। এই যোজনা সম্পর্কে ওয়েবিনারে আলোচনা বিষয়ে আমাদের লিখিত মতামত নিম্নরূপ।–

১। সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প থেকে বিপিএল শর্ত বাতিল করতে হবে।

২। মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের দরখাস্তের সঙ্গে পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবী শংসাপত্র সংযুক্ত করার যে নির্দেশিকা জারী হয়েছে তাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সরকারী মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। এবং আজস্র ফেক বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ড হয়েছে। এবং বহু প্রকৃত মৎস্যজীবী বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেকারণে, শেষপর্যন্ত সরকারীভাবে বায়োমেট্রিক মৎস্যজীবী আইডেন্টিটি কার্ডের আবেদনের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে মৎস্যজীবী শংসাপত্র প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আগামী দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের জন্য দরখাস্ত করার যে নির্দেশিকা জারী হয়েছে তাতে মৎস্যজীবী শংসাপত্র দেওয়ার অধিকার মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়নি। দক্ষিণবঙ্গ ফোরামের পক্ষ থেকে দাবী, অবিলম্বে সরকারকে সংশোধিত নির্দেশিকা জারী করে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি (মৎস্যজীবী ইউনিয়ন/ মৎস্যজীবী সমবায়/ খটি সমিতি)-র দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্রকে মান্যতা দিতে হবে। দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণের দরখাস্তের সঙ্গে মৎস্যজীবী সংগঠনের দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্রই যথেষ্ট - বস্তুত, এই নির্দেশিকা জারীর উপর নির্ভর করছে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা পাওয়ার ভবিষ্যৎ।

৩। ছোট মেশিন নৌকা (তিরিশ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত)-র রেজিস্ট্রেশনকে কোটার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত সংশোধন করতে হবে। এবং সকল ছোট মেশিন নৌকার রেজিস্ট্রেশন চালু রাখতে হবে, যাতে

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)
Dakshinbanga Matsyajibi Forum (D.M.F.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ।

সকল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা নিতে পারে। এবং নিজেদের জীবিকা আইনসংগতভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

৪। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা ও হাওড়া এই তিন জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার-এর এক্তিয়ারভুক্ত। অথচ, এতবড় এলাকার নিরিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার-এর অফিসে সরকারী কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সরকারী কর্মী নিয়োগের অভাবে অফিসটা একপ্রকার ফাঁকা বললেই চলে। ফলে, নৌকার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কাজ আবেদনের সংখ্যার নিরিখে অনেক কম হচ্ছে। অবিলম্বে উক্ত অফিসে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যাতে নৌকা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দ্রুত পাওয়া যায়। নৌকা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকে সময়মত না পাওয়া গেলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকদেরকে দিয়ে নৌকাগুলির ইন্সপেকশন করানোর যে-উদ্যোগ সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার নিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু, ব্লকের মৎস্যক্ষেত্র বহির্ভূত বহুবিধ কাজের চাপে ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকগণ সময়মতো মৎস্য দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। উদাহরণস্বরূপ, ইতিমধ্যে নামখানা ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনি নৌকা ইন্সপেকশনের চাপ নিতে পারছেন না। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের দাবী, ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকদের জন্য মৎস্য দপ্তরের কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার স্পষ্ট সরকারী নির্দেশিকা জারী করতে হবে।

৫। সমুদ্রে কেজ-কালচার ও মেরিকালচার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মৎস্যযানের যাতায়াত বন্ধ করে দেবে। জাল ফেলার জায়গা কেড়ে নেবে। এবং বিদেশের বাজারের প্রয়োজনে এলিয়েন ফিস চাষ করে স্থানীয় মৎস্যক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে দেবে। সেকারণে, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত কেজ-কালচার ও মেরিকালচার স্কিমকে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে।

৬। সরকারী মৎস্যজীবী বীমা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে বন্ধ রাখার ফলে যে-সকল দুর্ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবী পরিবার ক্ষতিপূরণ পাননি তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭। সমুদ্রবিধবা ও সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিধবাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ১০০% আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিশেষ জীবিকা উন্নয়ন স্কিম প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮। সকল আবেদনকারী মৎস্য ভেন্ডর যাতে মটরবাইক স্কিম পায় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। সম্পূর্ণ সরকারী সহায়তায় ক্ষুদ্র মাছের বাজারগুলির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

১০। বনদপ্তর, পর্যটন, ডীপ-সী পোর্ট, শিল্পায়ন ইত্যাদির আগ্রাসন ঠেকাতে ছোট বড় সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির জায়গা মৎস্য দপ্তরের এক্তিয়ারে এনে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি (মৎস্যজীবী ইউনিয়ন/ মৎস্যজীবী সমবায়/ খটি সমিতি)-কে ব্যবহারের লিখিত অধিকার দিতে হবে। এটা করা না গেলে মৎস্যজীবীদের জীবিকা ও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

১১। যেহেতু মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারী বীমা চালু হয়েছে সেহেতু ছোট নৌকার ফিশিং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাবিকের জনতা বীমা করার বাধ্যতার শর্ত তুলে দিতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)
Dakshinbanga Matsyajibi Forum (D.M.F.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com
ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ।

পরিশেষে জানাই যে, ওয়েবিনারে আপনার পরামর্শমত ছোট বড় সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক)-এর অফিসে জমা করা হবে। এইসঙ্গে আপনার অবগতির জন্য জানাই যে, উপকূলের অনেকগুলি খটির তথ্য বহুদিন আগেই মৎস্য দপ্তরে জমা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যায়নি। প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসহ বহু আবেদন নিবেদন করা সত্যেও ঝাড়গ্রাম জেলার ভেড়াবনী ও তেলকরাই বাঁধের উপর লিখিত অধিকার মৎস্যজীবীরা পায়নি। ফলে প্রস্তাবিত 'ভেড়াবনী ও তেলকরাই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড'-এর রেজিস্ট্রেশন আজও পর্যন্ত আটকে রয়েছে। ফলে, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার যে-সকল সুবিধা মৎস্যজীবীরা পেতেপারেন তা থেকে মৎস্যজীবীদের বঞ্চনা স্পষ্ট। তারা যাতে বঞ্চিত না হন সেজন্য উক্ত প্রস্তাবিত সমবায় সমিতিকে ভেড়াবনী ও তেলকরাই বাঁধের ব্যবহারের অধিকার প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

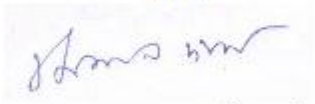

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ mdas1640@gmail.com

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৩৫/২২ (১/৩) তাং ২১-১০-২০২২
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল-
১। মাননীয় অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইমেলঃ dfwb_kol@hotmail.com
২। মাননীয় সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার। ইমেলঃ adfmarinedh19@gmail.com
৩। মাননীয় সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) কাঁথি। ইমেলঃ adfmarinecontai@gmail.com

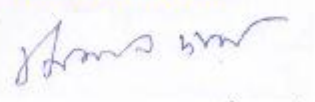

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ mdas1640@gmail.com